বর্ণাঢ্য আয়োজনে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস উদযাপন

ছবি: প্রতিনিধি

‘ভেটেরিনারিয়ানরা খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভিভাবক’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের (গবি) ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস পালিত হয়েছে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

রবিবার (২৬ এপ্রিল) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে মূল ফটক পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে সকাল ১১টায় অনুষদের ২০৪ নম্বর কক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা।

অনুষদের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইলমি আহমেদ বলেন, “প্রতিটি অসহায় প্রাণীর পাশে দাঁড়ানো, তাদের যন্ত্রণা বোঝা এবং তাদের জীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিই হলো ভেটেরিনারি পেশা। ভেটেরিনারিয়ানরা শুধু প্রাণীদের বাঁচান না; বরং মানুষের জীবন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে একটি সুস্থ পৃথিবী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।”

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (গকসু) সাধারণ সম্পাদক রায়হান খান বলেন, “একজন ভেটেরিনারিয়ান সমাজকে কীভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করেন, সেটিই আজকের আয়োজনের আলোচ্য বিষয়। আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য ‘ভেটেরিনারিয়ানরা নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভিভাবক’। আমরা কতটুকু নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করি, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে ভেটেরিনারিয়ানদের দায়িত্বশীল কাজের ওপর।”

অনুষ্ঠানে অনুষদের এনিমেল প্রোডাকশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক ড. জামিনুর রহমান বলেন, “দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভেটেরিনারিয়ানদের সামাজিক অবস্থান ও গুরুত্ব স্পষ্ট করা। বিশ্বের সকল ভেটেরিনারিয়ান একটি সুস্থ সমাজ ও মেধাবী জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পশুপালন, খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্থ প্রাণী, জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এই ভূমিকা সমুন্নত রাখার জন্যই বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস পালন করা হয়।”

অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত ‘প্রবন্ধ লিখন ও দেয়াল পোস্টার’ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।